7/10/2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

১৭টি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি আত্তীকরণ করা হয়নি

মোঃ মোমিনুল ইসলাম ॥ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর বিভিন্ন জেলা সদরে অবস্থিত ১৮টি মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করা হলেও ১টি বাদে দেশের অন্যান্য ১৭টি মহিলা কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি আত্তীকরণ করা হয়নি। ফলে এসব কলেজের দেড় হাজারেরও বেশী শিক্ষক-কর্মচারী অদ্যাবধি বেসরকারী কলেজের মত বেতন-ভাতা উত্তোলন করছে। সরকারী চাকুরে হিসেবে আজও তারা গণ্য হতে পারেনি। ফলে এসব শিক্ষক একদিকে যেমন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন, পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব শিক্ষক-কর্মচারীর সামনে 'মুলো' ঝুলিয়ে বছরের পর বছর কালক্ষেপণ করছে। শিক্ষক-কর্মচারীরা এ নিয়ে বহু আন্দোলন-সংগ্রামও করেছেন। তবে ফল হয়নি কিছু। কিন্তু দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও সচেতন মহল বিস্মিত হয়েছেন যখন আকস্মিকভাবে এ বছরের গোড়ার দিকে শুধু প্রধানমন্ত্রীর মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত গোপালগঞ্জে নিজ পৈতৃক মাটিতে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী চাকুরে হিসেবে আত্তীকরণ করা হয়। ১৯৯৬ সালের ৮ নভেম্বর এ কলেজের মাঠে বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য সরকারী মহিলা কলেজ নেই দেশের এমন ১৮টি জেলা সদরে বেসরকারী মহিলা কলেজকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু আত্তীকরণ করা হয়নি শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা ও চরম গাফিলতির কারণে।

জানা গেছে, বিধিমালা ৮১ অনুযায়ী সবগুলো (১৮টি) কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ থাকলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত সাড়ে চার বছরে আরও দুটি আত্তীকরণ বিধিমালা তৈরী করে শিক্ষকদের বোকা বানানোর জন্য। এ ব্যাপারে দেশের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন মহলের ধারণা যে, এতে খোদ প্রধানমন্ত্রীরও ইঙ্গিত রয়েছে। তা না হলে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে প্রধানমন্ত্রীসহ সব মন্ত্রণালয়কে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় সেখানে প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিভাবে অমান্য করে। কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের নজির রয়েছে বলে বুদ্ধিজীবী সচেতন মহলের জানা নেই। সুতরাং শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের গাধা ভেবে গাধার সামনে মুলো ঝুলিয়ে সাড়ে চার বছর পথ অতিক্রম করল। এ প্রশ্ন আজ দেশবাসীরও জিজ্ঞাস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে আদালত পর্যন্ত করতে হয়েছে শিক্ষক-কর্মচারীদের। তারা শুধু হয়রানির শিকার হয়নি, একের পর এক প্রজ্ঞাপন ছাপিয়ে শিক্ষকদের নাজেহাল করেছে। তেমনি এসব শিক্ষক-কর্মচারীকে দিনের পর দিন হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। ফলে এসব কলেজের শিক্ষার মানও ক্রমাগত নিচে নেমে গেছে। মোট কথা, এসব কলেজের সুদৃশ্য দালান-কোঠার মালিকানা সুকৌশলে সরকার নিজের নামে করিয়ে নিয়েছে, শিক্ষকদের ফেলেছে ভাগাড়ে। এখন তারা গিলতেও পারছেন না আবার ফেলতেও পারছেন না। বড়শি গলায় আটকিয়ে ইচ্ছেমতো পানিতে খেলায় মেতেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, শিক্ষা মন্ত্রণালয় '৯৮-এর বিধিমালা রহিত করে গত বছর নভেম্বরে বিধিমালা প্রণয়ন করার পরও নরসিংদী মহিলা কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের ১৯৮১ সালের বিধিতে পদ স্থায়ীকরণ করে এবং সে মোতাবেক সরকারী চাকুরে হিসেবে গণ্য হয়েছে। এটা কিভাবে হল শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেখানে ১৯৮১ ও ১৯৯৮ বিধি রহিত করে নতুন বিধি ২০০০ প্রণয়ন করল, সেখানে কার ইঙ্গিতে নরসিংদী মহিলা কলেজকে ৮১ বিধিতে চাকরি আত্তীকরণ করে সরকারী সকল সুবিধা শিক্ষক-কর্মচারীদের দেয়া হল। একটি সভ্য দেশে দু'ধরনের বিধিতে কোন কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের মাধ্যমে পদ সৃষ্টি করে সরকারী চাকুরে হিসেবে গণ্য করা যায় না। এমন নজির কেবল এ দেশেই সম্ভব। এ মন্তব্য দেশের আপামর জনসাধারণের। অতীতে সকল কলেজ ১৯৮১ বিধিতে জাতীয়করণ করা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর দেশের বর্তমান ১৮টি মহিলা কলেজ ৮১ বিধিতে তাদের সব কাগজপত্র দলিল-প্রমাণাদি মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে, সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৮১ বিধিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণে বাধা কোথায়? কেন অহেতুক কালক্ষেপণ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জেলা সদরে অবস্থিত দেশের ১৮টি মহিলা কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের মুখের দিকে চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা কার্যকর করা হোক— এটি শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাণের দাবী। শিক্ষক-কর্মচারীদের চোখের পানিতে ভেজাবেন প্রধানমন্ত্রীর এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। তারা সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিও দিয়েছেন। আগে প্রধানমন্ত্রী ৮১ বিধিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের সৃষ্ট পদ অনুযায়ী আত্তীকরণ করে তাদের সরকারী চাকুরে হিসেবে গণ্য করবেন এটাই তাদের প্রত্যাশা।